যুগান্তর

1 JAN 2009
পৃঃ ২ কলাম ১

অত্যন্ত ঘটনাবহুল কেটেছে বাংলাদেশের বিগত বছরের শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গন। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সর্বত্র শান্তশিষ্টতার পাশাপাশি অস্থিরতা ঢেউও দেখা গেছে বছরজুড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেমন বড় ধরনের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেনি, তেমনি আবার একেবারে দখিনা সমীরণসহ চৈত্রের সরোবরের ঢেউও ছিল না শিক্ষাঙ্গনে। মাধ্যমিক স্তরটিতে অস্থিরতার ছোঁয়া ছিল না বললেই চলে। তবে প্রাথমিক শিক্ষার এনজিওকরণ আর বেতনভাতা বৃদ্ধির দাবিতে শিক্ষকদের আন্দোলনে-একপ্রকার ঊর্মিমুখর ছিল এই স্তর। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দু'সরকারি অভিভাবক শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সারাবছরই কর্মতৎপর ছিল। তবে তাদের কার্যক্রম কতটা জনস্বার্থ বা শিক্ষাস্বার্থ কিংবা অ্যাসাইনভিত্তিক বা ব্যক্তিগত স্বার্থকেন্দ্রিক হয়েছে, তার সততা নিয়ে প্রশ্ন কিন্তু ঠিকই রয়েছে। গত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কিছু বড় বিশ্ববিদ্যালয়ই অপেক্ষাকৃত শান্ত এবং বড়ধরনের সংঘর্ষমুক্ত ছিল। অনির্ধারিত ছুটিতে পড়েনি এসব বিশ্ববিদ্যালয়। তবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেশকিছু মেডিকেল কলেজ ও পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটসহ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একাধিকবার অনির্দিষ্টকালের বন্ধের মুখে পড়ে। বছরের আলোচিত ঘটনা ছিল ৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্যকে অপসারণের ঘটনা। এসব উপাচার্য বিগত চারদলীয় জোট আমল থেকে আকণ্ঠ দুর্নীতি, অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতিসহ দলীয়করণের ঘটনায় অভিযুক্ত ছিলেন। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নবম শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সেটসহ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ঘটনা ছিল ন্যক্কারজনক। তবে শিক্ষা প্রদানের নামে ব্যবসার দায়ে কারিগরি বোর্ড কর্তৃক সারাদেশের প্রায় ২শ' প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্তি এবং ৩৪টিকে শোকজের পাশাপাশি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে একই অভিযোগে শোকজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) কর্তৃক আরও ২২টি বিশ্ববিদ্যালয়কে তালিকাভুক্তির ঘটনা ছিল ইতিবাচক।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিগত বছরটিতে বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে সার্চ কমিটির মাধ্যমে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপাচার্য নিয়োগ ছাড়াও অপসারণকৃত ৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য নিয়োগ করে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে নভেম্বর মাসে 'যৌন নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা ২০০৮' এবং ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের জন্য গত জানুয়ারিতে একটি বিধিমালা তৈরি করে করে তা অধ্যাদেশ আকারে জারি করে। কিন্তু ছয় মাস আগে গত জুন মাসে নতুন অর্থবছরের বাজেট ঘোষণাকালে অর্থ উপদেষ্টা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ জারির কথা ঘোষণা সত্ত্বেও এসব বিশ্ববিদ্যালয় মালিক সমিতির বাধার কারণে তা আজ পর্যন্ত জারি হয়নি। অথচ এই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিগত জোট সরকারের আমলে শিক্ষা বাণিজ্য করার ব্যাপারে যতটা বাধার মুখে পড়েছিল, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ততটা কষ্ট করতে হয়নি। উপরন্তু বিশ্বব্যাংক থেকে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ঋণ নিয়ে তা দেয়ার প্রদানের উদ্যোগ নেয়ার মতো ঘটনা ঘটাতে দেখা গেছে মন্ত্রণালয়টিকে। এছাড়া বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার পর নতুন করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অভিন্ন আইন তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। কিন্তু ২০০৭ সালে ঢাকাসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নেতাদের বাধার মুখে হিমাগারে পাঠানো আইনটি আজ পর্যন্ত উষ্ণতার ছোঁয়া পায়নি। গত ১৩ মে দেড় সহস্রাধিক প্রভাষক-সহকারী অধ্যাপক প্রমোশনেও মন্ত্রণালয় ঘটায় তুঘলকি কাণ্ড। যুগান্তরে বিস্তারিত প্রতিবেদনের পর বিষয়টি সারাদেশে হইচই সৃষ্টি করেছিল। বিগত বছরের শেষের দিকে বাংলাদেশ শিক্ষা ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বছরের শেষের দিকে এসে পক্ষকালব্যাপী শিক্ষাশুমারি শুরু করে। এটিকে সংশ্লিষ্টরা স্বাগত জানান। তবে একমাস আগে শুমারি শেষ হলেও রিপোর্টটি আজ পর্যন্ত প্রকাশ পায়নি। আর স্বয়ং শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমানকে প্রধান করে গঠিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার কমিটির কাজ মেয়াদ শেষের একমাস পরও সামান্য পরিমাণও না আগানোর বিষয়টি মন্ত্রণালয়টির সার্বিক কার্যক্রমের আন্তরিকতা এবং সফলতার ইচ্ছাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। এই প্রশ্নটিকে আরও বেশি তীক্ষ্ণ করেছে শিক্ষা উপদেষ্টার শিক্ষা সামিট করার ঘোষণা দিয়ে তা নিয়ে পরবর্তীতে কোনো টু শব্দ পর্যন্ত না করায়। সেপ্টেম্বর মাসে রোজার শেষের দিকে তিনি যেভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের সিদ্ধান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন, তাতে জাতীয় শিক্ষা নিয়ে হতাশাবাদীরা আশার স্বপ্নই দেখেছিলেন। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমিতে (নায়েম) ওই সভায় ঘোষণাকালে উপস্থিত অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা, অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, অধ্যাপক মুহাম্মদ জাফর ইকবালসহ উপস্থিত শিক্ষাবিদরা মুহুর্মুহু করতালির মাধ্যমে স্বাগতও জানান। কিন্তু সে আশায় গুড়েবালি হয়েছে শেষ পর্যন্ত। আর সারাবছর কাজ করেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা নীতিমালা জারি করতে না পারার ব্যর্থতাও কম সমালোচিত হয়নি।

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিগত বছরের চিত্রসংক্ষেপে বর্ণনার আগে ক'টি প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের ছুটির মুখে পড়েছিল, তা বলতে চাই। বিগত বছর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (৩ জুন থেকে), জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (বর্তমানে চলছে), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (২১ আগস্ট), খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (১৬ মে), কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ (গত সেপ্টেম্বর), বরিশাল মেডিকেল কলেজে (২৫ আগস্ট), একই সময়ে সিলেট পলিটেকনিক ও বগুড়া মেডিকেল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করতে হয়েছিল। জানুয়ারি মাসে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত

মুসতাক

ঢেউ

১৩৯টি অনার্স-মাস্টার্স কলেজে লাগাতার ধর্মঘট ডেকেছিল শিক্ষার্থীরা। বর্তমানে দেশের একমাত্র সরকারি ফিজিওথেরাপি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফিজিওথেরাপি ইন্সটিটিউট (বিগত তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে) বন্ধ রয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ও শিক্ষকদের ধর্মঘটে বন্ধ রয়েছে বর্তমানে।

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গত বছরের আলোচিত ঘটনা ছিল ৬ জন উপাচার্যকে অপসারণ। গত ২০ মে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন মিঞা, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল খায়ের ও পটুয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুল লতিফ মাসুমকে একদিনেই অপসারণ করে সরকার। এছাড়া শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ ফারুক এবং কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকেও অপসারণ করা হয়েছিল একই মাসে। গত নভেম্বর মাসে বহুল সমালোচিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসানকে অপসারণ করা হয়। সশস্ত্র বাহিনীর জন্য প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় 'ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস' চালু হয় ২০০৮ সালেই। এছাড়া চালু হয়েছে রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

এবার আসা যাক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঘটনার কথায়। ছোটখাটো সংঘর্ষগুলোর কথা বাদ দিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরটি ভালোই কাটিয়েছে। বছরটি শুরু হয়েছিল কারাবন্দী ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি আন্দোলনের মধ্যদিয়ে। আন্দোলনের মুখে ২২ জানুয়ারি ৪ শিক্ষক ও ৮ ছাত্র মুক্তিলাভ করেন। মূলত ২০০৭ সালের আগস্ট মাসে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘটিত ঘটনায় এসব শিক্ষক-শিক্ষার্থী বন্দী হয়েছিলেন। ওই ঘটনায়ই গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট জনস্বার্থে প্রকাশের লক্ষ্যে ২৩ মার্চ উপদেষ্টা